সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে, ব্যবসায়ীদেরও করতে হবে

সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে সরকার। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। সম্প্রতি সংস্থাটির নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব **শেখ ইউসুফ হারুন**। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) অষ্টম ব্যাচের এই কর্মকর্তা কথা বলেছেন চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক **আরিফুর রহমান**।

সাক্ষাৎকার

প্রথম আলো : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল। সেখানে শিল্পকারখানা স্থাপনে অগ্রগতি কেমন দেখছেন?

শেখ ইউসুফ হারুন : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল। সেখানে আমাদের হাতে এখন ২১ হাজার একর জমি রয়েছে। সামনের দিনে জমির পরিমাণ আরও বাড়বে। এই শিল্পনগরে শিল্পকারখানা স্থাপনে অগ্রগতি বেশ ভালো। ১৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারখানা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। এর মধ্যে এশিয়ান পেইন্টস, ম্যাকডোনাল্ড-নিপ্পনসহ চার-পাঁচটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ বছর উৎপাদনে যাওয়ার মতো অবস্থানে রয়েছে। তবে করোনাভাইরাস উদ্যোক্তাদের কাজের গতি কিছুটা কমিয়েছে।

প্রথম আলো : বিনিয়োগকারীদের জন্য আপনারা কী কী সুবিধা দিচ্ছেন?

ইউসুফ হারুন : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিনিয়োগকারীদের জন্য আমরা রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিচ্ছি। তাদের জন্য গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সরকার বেসরকারি খাতকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার অনেক কিছুই পূরণ হয়েছে। তবে এখনো কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলো আমরা দ্রুত শেষ করব। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আমরা একটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছি। যে প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জন্য বাকি কাজ করে দেব। তবে সরকার যেমন প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে, তেমনি ব্যবসায়ীদেরও তাঁদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে এখন পর্যন্ত ১২২টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জমি লিজসংক্রান্ত চুক্তি সই হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করতে হবে।

> বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে তুলনামূলক আগ্রহ বেশি হওয়ার কারণ হলো, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দরসুবিধা আছে। পাশে বিমানবন্দর রয়েছে।
>
> **শেখ ইউসুফ হারুন**, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বেজা

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে শ্রমিকদের থাকার বিষয়ে আপনার ভাবনা কী?

ইউসুফ হারুন : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের ফেনীর অংশ শ্রমিকদের আবাসনের জন্য রাখা হচ্ছে। সেখানে এক হাজার একর জায়গার ওপর আবাসিক এলাকা গড়ে উঠবে। আশা করছি শ্রমিকদের থাকার কোনো সমস্যা হবে না।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে একটি বন্দর করার দাবি ব্যবসায়ীদের। সেখানে বন্দর করার বিষয়ে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে?

ইউসুফ হারুন : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বন্দর করা নিয়ে জাপানের সুজিত করপোরেশনকে সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করছি নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের কাছ থেকে সমীক্ষা প্রতিবেদনটি পাব। সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করবে সেখানে বন্দর হবে কি না। তবে আশা করছি, সেখানে ব্যবসায়ীদের বন্দরসুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে। ভারতের একটি কোম্পানি অস্থায়ীভাবে তাদের মালামাল আনার জন্য একটি জেটি করছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে পানির সমস্যা নিয়ে ব্যবসায়ীরা কথা বলছেন। এ বিষয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কী?

শেখ ইউসুফ হারুন: পানির নিশ্চয়তা ছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে কতটুকু পানির প্রয়োজন, আমরা প্রথমে চাহিদা নিরূপণ করেছি। সেখানে পানির চাহিদা মেটাতে ৩৫টি গভীর নলকূপ বসানো হবে। মাতামুহুরী নদী থেকে পানি আনা হবে। মেঘনা নদী থেকেও ১২০ কিলোমিটার পাইপলাইন বসিয়ে পানি আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া যারা শিল্পকারখানা করছে, তারাও নিজেদের উদ্যোগে পানির ব্যবস্থা করছে। আমরা ভূগর্ভস্থ পানির ওপর জোর দিচ্ছি না। কারণ, এটি পরিবেশের ক্ষতি করে। আমরা ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে এখন পর্যন্ত দেশি বিনিয়োগের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগ তেমন দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ইউসুফ হারুন : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে আমাদের দেশি অনেক কোম্পানি বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করছে। সে জন্য আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে সেখানে বিদেশি বিনিয়োগ কম। এখানে প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য এক হাজার একর জমি দেওয়া হয়েছে। জাপানি বিনিয়োগকারীদের জন্য এক হাজার একর জমি দেওয়া হয়েছে। আরও কয়েকটি বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগ আছে এখানে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশি মালিকানার বিনিয়োগকে যেমন অগ্রাধিকার দিই, তেমনি যৌথ বিনিয়োগকেও গুরুত্ব দিই, উৎসাহিত করি। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিদেশি বিনিয়োগ কম, এটা বলা যাবে না।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেশি কেন? পছন্দের জায়গায় শীর্ষে কেন মিরসরাই?

ইউসুফ হারুন : সরকারের নীতি হলো যেখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে শিল্পাঞ্চল করা যাবে না। শিল্পকারখানা করতে হলে অর্থনৈতিক অঞ্চলে করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে তুলনামূলক আগ্রহ বেশি হওয়ার কারণ হলো, সেখানে চট্টগ্রাম বন্দরসুবিধা আছে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের পাশে বিমানবন্দর রয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো, সেখানে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। এসব কারণে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিনিয়োগে ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ বেশি।

প্রথম আলো : আপনার তিন বছরে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরকে ঘিরে পরিকল্পনা কী?

ইউসুফ হারুন : নতুন কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের দিকে নজর দেব না। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের কাজ শেষ করার চেষ্টা থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে, তিন বছর খুব অল্প সময়। তিন বছর সময়ে যত কিছু করা দরকার, তা-ই করব। আমি আশা করব, যারা সেখানে জমি নিয়েছে, তারা দ্রুত কাজ শুরু করবে।

বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর

বৈদ্যুতিক গাড়ি, স্বর্ণ শোধনের রাসায়নিক, কাজুবাদামসহ অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে সবার আগে স্থাপন করা হয়েছে চীনের জুজুউ জিনইয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। এই কারখানায় উৎপাদন হবে স্বর্ণ পরিশোধনে ব্যবহৃত রাসায়নিক 'লেড নাইট্রেট'। কারখানাটি উৎপাদনে গেলে এটি হবে বাংলাদেশে এই পণ্য উৎপাদনের প্রথম কারখানা। আর এই কারখানায় উৎপাদিত পণ্য শতভাগই রপ্তানি করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রথম বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতের কারখানাও হচ্ছে এই শিল্পনগরে। বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির এ কারখানায় বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজের অংশীদার চীনা প্রতিষ্ঠান ডংফেং মোটর গ্রুপ লিমিটেড। শিল্পনগরে ১০০ একর জমি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এই জমিতে বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি ছাড়াও আলাদা দুটি কারখানায় গাড়ির যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারি তৈরি হবে। আর কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত কারখানার জন্য জমি বরাদ্দ নিয়েছে বিএসআরএম। শিল্পনগরের বাইরে কাজুবাদামের কারখানা থাকলেও সংখ্যায় হাতে গোনা। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের অনেকটা নতুন খাত এটি। রপ্তানিতেও সম্ভাবনাময় এ খাত।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে চলছে নির্মাণকাজ। প্রথম আলো

> **ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক গাড়ির বড় বাজার তৈরি হবে। কারণ, বৈদ্যুতিক গাড়ি যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনি সাশ্রয়ী। ভবিষ্যতের বড় বাজারের কথা মাথায় রেখে এই খাতে বিনিয়োগ করেছি আমরা।**
>
> **মীর মাসুদ কবীর**, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

এমন অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে যত বিনিয়োগ প্রস্তাব আসছে, তার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ বেশি এসেছে। বৈচিত্র্যময় পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির কারখানায়। এতে সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ১০ কোটি ডলার। বাংলাদেশে প্রাইভেট কার সংযোজনের কারখানা থাকলেও এখন পর্যন্ত উৎপাদনের কোনো কারখানা নেই। আবার বৈদ্যুতিক গাড়ি সংযোজনের কারখানা নেই। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে গাড়ি উৎপাদনের কারখানা হবে এই খাতে প্রথম।

এই কারখানায় বছরে ২৫ হাজার চার চাকার গাড়ি (সেডান কার, এসইউভি, মাইক্রোবাস, মিনিট্রাক), ৫০ হাজার তিন চাকার যান ও ১ লাখ ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। আগামী বছর উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে কারখানাটির। ৭ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকায় মিলবে এসব গাড়ি।

বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মীর মাসুদ কবীর প্রথম আলোকে বলেন, 'ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক গাড়ির বড় বাজার তৈরি হবে। কারণ, বৈদ্যুতিক গাড়ি যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনি সাশ্রয়ী। ভবিষ্যতের বড় বাজারের কথা মাথায় রেখে এই খাতে বিনিয়োগ করেছি আমরা।'

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে প্রচলিত পণ্যের দুটি খাতের প্রতিটিতে বিনিয়োগ শতকোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এই দুটি হলো পোশাক ও টেক্সটাইল খাত এবং লৌহ ও ইস্পাত খাত। পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগকারীও বেশি। আবার ইস্পাত খাতে রড, ঢেউটিন, ভবন ও স্থাপনা নির্মাণের কাঠামোর মতো বহু পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ হচ্ছে। এ ছাড়া রাসায়নিক, খাদ্যপণ্য, ওষুধ, জুতা, ইলেকট্রনিকস, কাচ, আসবাব, প্লাস্টিক, সিরামিকস, পার্সোনাল কেয়ার, রং, টায়ার, সোলার প্যানেল তৈরি ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করবে উদ্যোক্তারা।

শিল্পনগরে ওষুধশিল্পের কাঁচামাল 'অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট বা এপিআই উৎপাদনের কারখানায় বিনিয়োগ করবে দেশি-বিদেশি চারটি প্রতিষ্ঠান। রং তৈরির দুটি কারখানা হচ্ছে এই শিল্পনগরে। এ দুটি হলো যুক্তরাজ্যের বার্জার পেইন্টস এবং ভারতের এশিয়ান পেইন্টস। চামড়া ও চামড়াবিহীন জুতা তৈরির কারখানায় বিনিয়োগ করছে কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। বিনিয়োগের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রচলিত পণ্যেই বিনিয়োগ বেশি করছেন উদ্যোক্তারা।

দেশে বন্দর ঘিরে পরিকল্পিত শিল্পায়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

উৎপাদনমুখী খাতকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখতে বিশ্বজুড়ে বহু আগেই বন্দরের কাছাকাছি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। আবার শিল্পাঞ্চলের জন্যও বন্দর নির্মাণ হচ্ছে। বাংলাদেশেও বন্দর ঘিরে কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে সরকার। তবে বন্দর সম্প্রসারণের কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন না করলে সুফল পেতে দেরি হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

শিল্পকারখানা মানেই কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পণ্য উৎপাদন। কোনো দেশেই সব খাতের কাঁচামালের জোগান পাওয়া যায় না। কাঁচামাল আমদানি আর তৈরি পণ্য রপ্তানিতে দরকার হয় বন্দরসুবিধা। শিল্পাঞ্চলের যত কাছাকাছি বন্দরসুবিধা থাকবে, ততই কাঁচামাল আমদানি-রপ্তানিতে খরচ ও সময় সাশ্রয় হয়।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে, সেগুলো মূলত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে কাঁচামাল আমদানি ও তৈরি পণ্য রপ্তানি করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভর করতে হবে। কারণ, সেখানে বড় বন্দর করার সুযোগ কম। চট্টগ্রাম বন্দরেরও ঘণ্টাখানেক দূরত্বে এই শিল্পনগরের অবস্থান। এ জন্য আমরা বহু আগেই বে টার্মিনাল প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের কথা বলে আসছি।'

সরকার যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে, সেগুলোর কয়েকটি বিদ্যমান বন্দরের কাছাকাছি গড়ে তোলা হচ্ছে। আবার অর্থনৈতিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বন্দর নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। তবে অর্থনৈতিক অঞ্চলে কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন শুরু হলেও এখনো বন্দরসুবিধা বাড়েনি। বন্দরকেন্দ্রিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দেরি হচ্ছে।

বন্দর ঘিরে শিল্পায়নের বড় উদাহরণ বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর ও মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল। বেজার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে এই দুটিকে 'ফ্ল্যাগশিপ' প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বন্দরকে কেন্দ্র করে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ টানছে উদ্যোক্তাদের। সরকারও বিনিয়োগ আকর্ষণে কাছাকাছি বন্দরের সঙ্গে কম দূরত্বের বিষয়টি তুলে ধরছে।

মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলের পাশেই মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনাল নির্মাণ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। টার্মিনাল চালু হবে ২০২৫ সালে। পূর্ণাঙ্গ সুবিধা নিয়ে চালু হতে সময় লাগবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। আবার বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের পাশে বন্দর করার উদ্যোগ আছে সরকারের।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে অনেকগুলো কারখানা আগামী বছর থেকে উৎপাদন শুরু করবে। সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তবে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সম্প্রতি চট্টগ্রামে বে টার্মিনাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের বলেছেন, ২০২৪ সালে এই প্রকল্পে তিনটি টার্মিনাল চালু হবে। বন্দরের অর্থায়নে একটি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে দুটি টার্মিনাল চালু হবে।

সব ধরনের শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানি-রপ্তানিতে বন্দর সুবিধাকে প্রাধান্য দেন। পোশাক খাতে এই সুবিধা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বেপজা ও বিজিএমইএ জমি নিয়েছে। এখনই শিল্পনগরে পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রস্তাব আসছে।

বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি নাছির উদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সরকার বন্দর ঘিরে চট্টগ্রামে যে শিল্পনগর গড়ে তুলছে, সেখানে পোশাক খাতের অনেক বিনিয়োগ হচ্ছে। তবে বন্দরসুবিধা, বিশেষ করে বে টার্মিনালের নির্মাণ না হলে এই বিনিয়োগের সুফল তোলা যাবে না।

দেশে এখন তিনটি বন্দর থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ৯৩ শতাংশ পণ্য আনা-নেওয়া হয়। কনটেইনার পণ্য পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দরের অংশীদারি ৯৮ শতাংশ। ২০০৭ সালের পর এই বন্দরে নতুন কোনো সমুদ্রগামী জেটি যুক্ত হয়নি। কয়েক বছর আগে থেকে সক্ষমতার চেয়ে বেশি পণ্য ওঠানো-নামানো হচ্ছে বন্দরটি। এতে বছরের বেশির ভাগ সময় পণ্য আমদানিতে সময় লাগছে বেশি।

কারখানা নির্মাণে দেশি পণ্যের ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে প্রায় ২০ একর জায়গাজুড়ে নির্মাণকাজ চলছে মডার্ন সিনটেক্স কারখানার। নির্মাণাধীন কারখানা চত্বর ঘুরে দেখা যায় কারখানা ভবন নির্মাণযজ্ঞে ৭৫০ জন শ্রমিক আর প্রকৌশলীর তুমুল ব্যস্ততা।

এই কারখানার এক পাশে মাথা উঁচু করে আছে প্রিমিয়ার সিমেন্টের ছোট্ট সাইলো। নির্মাণাধীন কারখানা ভবনের সামনে রাখা আছে চট্টগ্রামের বিএসআরএম কোম্পানির রড। কারখানার প্রকৌশলীরা জানান, কারখানার ২২টি ভবন নির্মাণে অন্তত ৬ হাজার টন রড এবং ১৭ হাজার টন সিমেন্ট ব্যবহৃত হবে।

মডার্ন সিনটেক্স লিমিটেডের প্রকল্প এলাকায় জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী প্রদীপ চন্দ্র প্রথম আলোকে জানান, এই কারখানার দেশি কোম্পানির বিশেষায়িত রড ও সিমেন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু রড ও সিমেন্ট নয়, এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হওয়া নির্মাণসামগ্রীর সিংহভাগই দেশি কোম্পানির।

এই কারখানার মতো বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে নির্মাণাধীন সব কটি কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো না কোনো দেশি পণ্য। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের নির্মাণকাজে বিপুল পরিমাণ রড ও সিমেন্ট ব্যবহৃত হবে। এতে দেশি নির্মাণসামগ্রী, বিশেষ করে রড ও সিমেন্টের বড় চাহিদা তৈরি হচ্ছে।

সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, একসময় বড় প্রকল্পে রড ও সিমেন্ট আমদানি করতে হতো। এটি এখন ইতিহাস। কারণ, বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের রড ও সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে। বিশেষায়িত ও মেগা প্রকল্পে রড ও সিমেন্টের ব্যবহার এই খাতে উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে।

- বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে নির্মাণাধীন সব কটি কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো না কোনো দেশি পণ্য।
- বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের রড ও সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে।
- রড ও সিমেন্ট উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য বিশেষায়িত রড ও সিমেন্ট তৈরি করছে।

উদ্যোক্তারা জানান, কারখানাসহ অবকাঠামো উন্নয়নে রড ও সিমেন্টের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। অবকাঠামোর ধরন বা প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী এক দশক ধরে এই দুটি পণ্য সরবরাহ করে হাত পাকিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এখন যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণে এ দুটি পণ্য আমদানির চিন্তা করতে হচ্ছে না।

দেশে ছোট-বড় সব ধরনের স্থাপনায় দেশি পণ্য দুটি ব্যবহারের কারণে বাজারও বাড়ছে। এ দুটি পণ্যের বছরে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি। বাজার বাড়তে থাকায় নিয়মিত কারখানাও সম্প্রসারণ করছেন উদ্যোক্তারা। বিশ্বের সর্বাধুনিক নতুন নতুন প্রযুক্তিও ব্যবহৃত হচ্ছে শীর্ষ সারির কারখানাগুলোতে।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর সাগর উপকূলীয় এলাকায় পড়েছে। উপকূলীয় হওয়ায় এই এলাকা লবণাক্তপ্রবণ। ফলে এখানে নির্মাণকাজে লবণাক্ততা সহিষ্ণু বিশেষায়িত রড ও সিমেন্ট ব্যবহার করতে হচ্ছে। রড ও সিমেন্ট উৎপাদনকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য বিশেষায়িত রড ও সিমেন্ট তৈরি করছে।

ইস্পাত পণ্য রড উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বিএসআরএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমের আলী হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের মতো উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণে চার বছর আগে বিএসআরএম 'সেঞ্চুরা' নামে ইপোক্সি কোটেড বার বা রড উৎপাদন করছে। লবণাক্ততা অঞ্চলে ক্ষয়রোধ করে টেকসই স্থাপনা নির্মাণের জন্যই এই পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে।

রড ও সিমেন্টের বাইরে কারখানা নির্মাণে ব্যবহৃত হওয়া আরেকটি পণ্য হলো ইস্পাতের কাঠামো। মধ্যবর্তী কাঁচামাল ইস্পাতের পাত আমদানি করে তা দিয়ে কাঠামো তৈরি করে দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। কারখানা ভবন নির্মাণেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিংয়ের দুটি কারখানা নির্মাণে ব্যবহৃত হচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো।

প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, গাজীপুরে ম্যাকডোনাল্ডের ইস্পাতের পাতের কাঠামো তৈরির কারখানা রয়েছে। সেখানে প্রক্রিয়াজাত পণ্য বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে কারখানা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

একনজরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর

অবস্থান

বঙ্গোপসাগরের সন্দ্বীপ চ্যানেলের কোল ঘেঁষে চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায়।

প্রস্তাবিত আয়তন

৩৩,৮০৫ একর। **১৩৭** বর্গকিলোমিটার।
বেজার হাতে এসেছে **২১,০০০** একর।
৪১ শতাংশে হবে শিল্পকারখানা।

দূরত্ব

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে **১০** কিলোমিটার।
চট্টগ্রাম থেকে **৬৫** কিলোমিটার।
চট্টগ্রাম বন্দর ও বিমানবন্দর থেকে **৭০** কিলোমিটার।
ঢাকা থেকে দূরত্ব **২০০** কিলোমিটার।

পরিকল্পনায় যা থাকছে

ভারী, মাঝারি ও হালকা শিল্প এলাকা, বন্দর, বাণিজ্যিক এলাকা, আবাসিক এলাকা, আধুনিক শহর, স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো, শিক্ষার অবকাঠামো, সবুজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, জলাধারসহ অবকাশযাপন কেন্দ্র।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

দেশি-বিদেশি ১৫৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ২০ বিলিয়ন ডলার। জমি লিজ চুক্তি হয়েছে ১২২টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। চুক্তির অপেক্ষায় ৩১টি প্রতিষ্ঠান। শিল্পনগরে কর্মসংস্থান হবে ১৫ লাখ লোকের।

বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ

জাপান, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, ভারত, নরওয়ে, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস,অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড।

বিনিয়োগের খাত

পোশাক, ইস্পাত, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস, ওষুধ, রাসায়নিক, প্লাস্টিক, সিরামিকস, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, খাদ্যপণ্য ইত্যাদি।

মানের সঙ্গে কখনোই আপস করব না

অবকাঠামো উন্নয়নে দরকার ইস্পাত পণ্য রড। বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দামে অস্থিরতায় ইস্পাতশিল্পের বর্তমান অবস্থা, বড় প্রকল্পে রডের ব্যবহার, এ শিল্পের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন শীর্ষস্থানীয় ইস্পাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক **আমের আলীহোসাইন**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন *প্রথম আলোর* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক **মাসুদ মিলাদ**।

সাক্ষাৎকার

প্রথম আলো : কাঁচামালের উচ্চমূল্য এবং করোনা ইস্পাতশিল্পে কেমন প্রভাব ফেলছে?

আমের আলীহোসাইন : গত বছরের নভেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বজুড়ে ইস্পাতের কাঁচামালের দাম খুব বেশি বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনে অস্বাভাবিক ভাড়া। তাতে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। করোনার সময় সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় কাঁচামাল আমদানিতেও সংকট তৈরি হয়েছে। মূলত দেশে দেশে বিধিনিষেধের কারণে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখন বিশ্বের অনেক দেশ বিধিনিষেধ দিয়ে করোনা নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে এসেছে। কারণ, এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। সরকার কঠোর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করায় এখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ছে। তবে এখনো কাঁচামালের উচ্চমূল্যের কারণে ইস্পাতশিল্প বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রথম আলো : করোনার সময় ইস্পাতশিল্পে সরকারের নীতিসহায়তা কেমন ছিল?

আমের : করোনার সময় গত বছর থেকে সরকার সব খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়েছে। এটা উদ্যোক্তাদের জন্য খুবই কাজে লেগেছে। নগদ টাকার যে সংকট ছিল, তা কিছুটা হলেও কেটেছে। স্বল্প সুদে সহায়তা পেয়েছেন উদ্যোক্তারা। সরকারের এ সহায়তার কারণে নেতিবাচক চক্রে পড়েনি ইস্পাত খাত।

তবে বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়তে থাকায় আমাদের সংগঠন থেকে বলছার কমানোর দাবি ছিল। আবার বিদ্যুৎ বিল যদি একসঙ্গে না নিয়ে কিস্তি হিসেবে নেওয়া হতো, তাহলে উদ্যোক্তারা আরও একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারতেন। এরপরও সব মিলিয়ে করোনার সময় সরকারের নীতিসহায়তা খুবই ইতিবাচক ছিল।

প্রথম আলো : দেশে যত বিশ্বমানের স্থাপনা হচ্ছে, সব কটিতে বিএসআরএম রড সরবরাহ করছে। বিএসআরএমকে বেছে নেওয়ার কারণ কী?

আমের : বড় প্রকল্পে একসঙ্গে রডের চাহিদা বেশি থাকে। একটানা তিন-চার বছর ধরে রড সরবরাহ করতে হয়। প্রকল্পের চাহিদানুযায়ী যখন যত প্রয়োজন, তত পণ্য সরবরাহ করতে হয়। আবার প্রকল্প অনুযায়ী নির্ধারিত মান রক্ষা করতে হয়। প্রকল্প এলাকায় তাৎক্ষণিক সেবার নিশ্চয়তা দিতে হয়। এই তিন জায়গায় বিএসআরএমের শক্তি। সে জন্য যত বড় প্রকল্প হচ্ছে, সেখানে প্রথম পছন্দ থাকে বিএসআরএমের রড।

প্রকল্পে আমাদের পণ্য ব্যবহারের আগে দেশের বাইরের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। সেখানে মান উত্তীর্ণ হয়েছে। আবার আমাদের একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ রড সরবরাহের সক্ষমতা আছে। আমাদের কারণে এখন পর্যন্ত কোনো প্রকল্পে কোনো সমস্যা হয়নি। আমাদের পণ্যের মান নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। আপনারা জানেন, বিএসআরএম ১৯৭২ সাল থেকে রড উৎপাদন করে আসছে। এই দীর্ঘ সময়ে ইস্পাত পণ্য উৎপাদনে মান উন্নত করাই আমাদের কালচারে পরিণত হয়েছে। আমাদের পরিবারের বিশ্বাস হচ্ছে, মানের সঙ্গে আমরা কখনোই আপস করব না।

> অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। এই শিল্পনগর দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, রপ্তানি সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আমের আলীহোসাইন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসআরএম

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে অবকাঠামো নির্মাণে বিপুল পরিমাণ রড ব্যবহৃত হচ্ছে। বিএসআরএম কোন ধরনের পণ্য সরবরাহ করছে?

আমের : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর সাগর উপকূলীয় এলাকায় পড়েছে। উপকূলীয় এলাকা সাধারণত লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চল। এ ধরনের বিশেষায়িত অঞ্চলের কথা চিন্তা করে চার বছর আগে বিএসআরএমই প্রথম বাজারে এনেছে এপোক্সি কোটেড বার। আমরা নাম দিয়েছি 'সেফুরা'।

এ ধরনের বিশেষায়িত রডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লবণাক্ততা থেকে ক্ষয়রোধ করা। এই বিশেষায়িত পণ্যটি ব্যবহার করলে লবণাক্ততা থেকে ক্ষয়রোধ করে স্থাপনার। এতে অবকাঠামো বা স্থাপনার স্থায়িত্ব বাড়ে। টেকসই হয়। শুধু সেফুরা নয়, বিশেষায়িত স্থাপনা নির্মাণে বিএসআরএমের বিশেষ বিশেষ পণ্য রয়েছে।

প্রথম আলো : চট্টগ্রামে নাছিরাবাদ শিল্প এলাকা, সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই উপজেলায় আপনাদের কারখানা রয়েছে। নতুন করে বিনিয়োগের জন্য বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর কেন বেছে নিলেন?

আমের : বাংলাদেশে বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ উপযোগী জমি পাওয়া। উপযোগী জায়গায় জমির দামও খুব বেশি। আবার কারখানা চালুর জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎসহ যেসব সুবিধা প্রয়োজন, তার নিশ্চয়তা দরকার। উদ্যোক্তারা নিজেরা এসব বিষু সমন্বয় করে শিল্প স্থাপন করা বড় চ্যালেঞ্জ।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য এসবের চিন্তা করতে হয় না। জমি নিয়ে অইনগত কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। অর্থনৈতিক অঞ্চলে রাস্তাঘাট, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির মতো সব সুযোগ-সুবিধা করে দিচ্ছে সরকার। এমন সুবিধা কোথাও পাওয়া যাবে না। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে আমরা নতুন করে বিনিয়োগ করছি। সেখানে নতুন ইস্পাত কারখানা করব।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর ঘিরে কেমন সম্ভাবনা দেখছেন?

আমের : সরকার যে ১০৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন করছে, তা খুবই ভালো উদ্যোগ। এতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। বিদেশি বিনিয়োগ আসবে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। এই শিল্পনগর দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, রপ্তানি সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

প্রথম আলো : ইস্পাত খাতের চ্যালেঞ্জ কী কী?

আমের : যেকোনো খাতে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ থাকবে। চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে সমাধান করাই মূল বিষয় হওয়া উচিত। বিশেষ করে শিল্পের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত সিদ্ধান্ত দিয়ে সমাধান করা উচিত। আমাদের এখানে বন্দর সম্প্রসারণ অনেক আগে করা দরকার ছিল। আমরা দেরি করে ফেলেছি। বন্দরের সক্ষমতা বাড়লে উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল আমদানিতে ক্ষতিপূরণ গুনতে হতো না। এখন অবশ্য বন্দর সম্প্রসারণের অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত।

আরেকটি কথা বলা দরকার, করব্যবস্থা এখনো জটিল। অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈত করভার রয়েছে। করভারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির ধারাবাহিকতা রাখা উচিত। আমরা দেখেছি, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) পরিশোধের পর কর রেয়াত হিসেবে রিফান্ড বা ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করতে দেরি হচ্ছে। এতে কিন্তু বিনিয়োগের পুঁজি আটকে থাকছে। এই টাকার ওপর সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

কারখানায় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এর বাইরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। সে জন্য ব্যবসার খরচ কমানোর ওপর মূল ফোকাস রাখা উচিত সরকারের। তাহলে বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে এ দেশের শিল্প খাতগুলো।

প্রথম আলো : এ দেশের ইস্পাত খাতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন?

আমের আলীহোসাইন : দেশে এখন যেসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবকাঠামো উন্নয়নের শুরুর পর্যায় বলা যায়। এর অর্থ হলো আগামী ৪০ বছর অবকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকবে। উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে আমাদের আরও অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যেতে হবে। ব্যবসার পরিবেশ বজায় থাকলে বিনিয়োগ আসবে। শুধু শিল্পকারখানা নয়, বাণিজ্যিক ও আবাসিক অবকাঠামো হবে। সড়ক নির্মাণ হবে। আমাদের বড় শক্তি হলো বিপুল জনসংখ্যা। এটা বড় সুযোগ আমাদের জন্য। উন্নত বিশ্বের বহু দেশ অভিবাসীদের ওপর নির্ভরশীল। তাদের জনশক্তি কম। আমাদের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। দেশ যত উন্নত হবে, ততই ইস্পাত পণ্যের ব্যবহার বাড়বে। ইস্পাত খাতের সম্ভাবনাও বাড়বে।

বিশ্বমানের স্থাপনায় ব্যবহৃত হচ্ছে দেশীয় সিমেন্ট

অবকাঠামো নির্মাণে সিমেন্টের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সিমেন্টশিল্পের বর্তমান অবস্থা, বিশেষায়িত প্রকল্পে সিমেন্টের ব্যবহার, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক **আমিরুল হক**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মাসুদ মিলাদ**।

সাক্ষাৎকার

প্রথম আলো : সিমেন্টশিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে জানতে চাই।

আমিরুল হক : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কঠোর বিধিনিষেধের কারণে যে স্থবিরতা ছিল, সেটা কিছুটা হলেও কেটেছে। কঠোর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল হয়েছে। টিকাদান কার্যক্রম বেড়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সিমেন্টের চাহিদা বা ব্যবহার আগের তুলনায় বাড়বে।

প্রথম আলো : বৈশ্বিক বাজারে কাঁচামালের দাম এবং জাহাজভাড়া বাড়ছে। এর কী প্রভাব পড়বে দেশে?

আমিরুল হক : সিমেন্টশিল্পের কাঁচামাল আমদানিনির্ভর। মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি করে সিমেন্ট উৎপাদন করা হয়। বিশ্ববাজারে কাঁচামালের দাম যেমন বেড়েছে, তেমনি জাহাজভাড়াও অস্বাভাবিক বেড়েছে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। যেমন আগে যেখানে টনপ্রতি কাঁচামাল আমদানিতে জাহাজভাড়া ছিল ১৪ ডলার, এখন সেখানে বেড়ে হয়েছে ২৮-৩০ ডলার। এখানে অবশ্য দেশি উদ্যোক্তাদের কিছুই করার নেই। কাঁচামাল ও জাহাজভাড়া বাড়ায় সিমেন্টের মূল্যও সমন্বয় করতে হচ্ছে। গত বছরের শেষ দিক থেকে কাঁচামালের দাম বাড়ায় সব ধরনের নির্মাণসামগ্রীর দাম বাড়তে শুরু করে। নির্মাণসামগ্রীর দাম বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

প্রথম আলো : দেশের বেশির ভাগ মেগা প্রকল্পে প্রিমিয়ার সিমেন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো থেকে কেন প্রিমিয়ার সিমেন্ট বাছাই করা হচ্ছে?

আমিরুল হক : বাংলাদেশে যত বড় প্রকল্প রয়েছে, সব কটিতে সিমেন্ট সরবরাহ করে আসছে প্রিমিয়ার সিমেন্ট। আমাদের হিসাবে ১ হাজার ৭০০টির মতো ছোট-বড় প্রকল্পে আমরা সিমেন্ট সরবরাহ করেছি। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কর্ণফুলী টানেলের মতো বড় প্রকল্পে সিমেন্ট সরবরাহ করেছি।

প্রকল্পের চাহিদান অনুযায়ী সিমেন্ট সরবরাহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান যেমন রক্ষা করতে হয়, তেমনি মানের ধারাবাহিকতাও রাখতে হয়। সময়মতো পণ্য প্রকল্প এলাকায় পৌঁছাতে হয়। প্রকল্পে ব্যবহারের আগে প্রতিটি ব্যাচের পণ্যের মান পরীক্ষা করা হয়। সবকিছুই যারা রক্ষা করতে পারে, তারাই প্রকল্পে পণ্য সরবরাহে যোগ্য হয়। প্রিমিয়ার সিমেন্ট এ সবকিছুই রক্ষা করে আসছে। সে কারণে প্রকল্পে প্রিমিয়ার সিমেন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে বেশি।

প্রথম আলো : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে অবকাঠামো উন্নয়নে কী ধরনের সিমেন্ট সরবরাহ করছেন আপনারা?

আমিরুল হক : দেশে নানা অঞ্চল ও স্থাপনায় কোন ধরনের সিমেন্ট ব্যবহার করা হলে টেকসই হবে, তা নিয়ে আমাদের একটি দল নিয়মিত গবেষণা করে পণ্যের মান উন্নয়ন করছে। একইভাবে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের জন্যও আমরা লবণাক্ত সহিষ্ণু সিমেন্ট উৎপাদন করছি। প্রিমিয়ার সিমেন্টের ঢাকা ও চট্টগ্রামের কারখানায় ডেনমার্কের এফএল স্মিথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের কারখানার ধরন অনুযায়ী নানা ক্যাটাগরির সিমেন্ট তৈরি করছি।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ঋতু ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকমের সিমেন্ট তৈরি করা, যাতে যেকোনো ঋতু ও অঞ্চলভেদে এবং কাঠামো অনুযায়ী সিমেন্ট ব্যবহার করা যায়।

> **সব শিল্প খাতের জন্য সমান সুবিধা চাই আমরা। যেমন করভার নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। ব্যবসা শুরুর আগেই পুঁজির টাকা অগ্রিম কর হিসেবে দিতে হয়। আবার বছর বছর করভার বদলানো হয়। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে।**
>
> **আমিরুল হক**
> ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রিমিয়ার সিমেন্ট

প্রথম আলো : বাংলাদেশের সিমেন্টশিল্পে এখন মূল চ্যালেঞ্জ কী কী?

আমিরুল হক : আমাদের বক্তব্য হলো, উদ্যোক্তারাই শিল্পকারখানা স্থাপন করবেন। সরকার শুধু নীতিসহায়তা দেবে। সব শিল্প খাতের জন্য সমান সুবিধাও চাই আমরা। যেমন করভার নিয়ে জটিলতা রয়ে গেছে। ব্যবসা শুরুর আগেই পুঁজির টাকা অগ্রিম কর হিসেবে দিতে হয়। আবার বছর বছর করভার বদলানো হয়। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। এমন নীতি নিতে হবে, যাতে বছর বছর পরিবর্তন করতে না হয়। আবার মধ্যবর্তী কাঁচামাল হিসেবে সিমেন্টের করভার বেশি। মধ্যবর্তী কাঁচামালের আমদানি মূল্যের ৫ শতাংশের বেশি করভার রাখা উচিত নয়। আবার একেক খাতের জন্য একের রকম সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে সব খাতের জন্য সমান সুবিধা রাখা উচিত। এগুলো মূলত চ্যালেঞ্জ।

প্রথম আলো : আপনার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন?

আমিরুল হক : বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অবস্থানে রয়েছে। সরকার সেখানে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দিচ্ছে। অবস্থান এবং বিশাল জায়গায় বড় শিল্পনগর গড়ে তোলার সম্ভাবনা এখানে বেশি। তবে সরকারকে বন্দরসুবিধা দিতে হবে। সে জন্য দরকার চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনাল প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানিসুবিধাও নিশ্চিত করতে হবে। এক জায়গা থেকে সব সেবা নিশ্চিত করা গেলে শিল্পের রাজধানী হবে এই শিল্পনগর। আমার মনে হয়, বিনিয়োগকারীদের জন্য সব সুবিধা যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে ৩৪ হাজার একর জমি থেকেও বেশি সম্প্রসারণ করতে হবে আগামী দিনে। নোয়াখালীর চরাঞ্চলসহ দেড় লাখ একর জমিতে এই শিল্পনগর সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

উৎপাদন শুরুর অপেক্ষায় দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তারা

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর

১৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে উঠছে এই শিল্পনগর। ১৩টি শিল্পের কারখানা নির্মাণ শেষ পর্যায়ে।

মাসুদ মিলাদ, *মিরসরাই (চট্টগ্রাম) থেকে ফিরে*

কোথাও টাঙানো হয়েছে কারখানার সাইনবোর্ড। কোথাও বালুমাটি দিয়ে চলছে নিচু জমি ভরাটের কাজ। বিশাল এলাকায় নানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে নির্মাণকাজের বিকট শব্দ। ধীরে ধীরে ঢেকে যাওয়া বালুচরে মাথা তুলতে শুরু করেছে কারখানার ভবন। উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজও গুছিয়ে এনেছে কয়েকটি কারখানা। এসব কারখানায় এখন শুধু উৎপাদন শুরুর অপেক্ষা।

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে গত সপ্তাহে সরেজমিন ঘুরে এমনই চিত্র দেখা গেছে। বিনিয়োগকারীরা জানিয়েছেন, করোনা না হলে এ বছরই উৎপাদন শুরু হয়ে যেত শিল্পনগরের অন্তত পাঁচটি কারখানায়। করোনার কারণে বিদেশি বিশেষজ্ঞরা না আসায় এসব কারখানা প্রায় প্রস্তুত হলেও চালু করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে অনেক কারখানার নির্মাণকাজ ব্যাহত হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোনের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ ইউসুফ হারুন *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বছর অন্তত চার-পাঁচটি শিল্পকারখানা উৎপাদনে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা উদ্যোক্তাদের কাজের গতি কমিয়ে দিয়েছে। এরপরও এই শিল্পনগরে ১৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কারখানা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা সন্দ্বীপ চ্যানেলের পাশে ১৩৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে এই শিল্পনগর। বেজার মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও মিরসরাই এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা ঘিরে এই শিল্পনগরের আয়তন হবে ৩৩ হাজার ৮০৫ একর। এর ৪১ শতাংশ বা ১৪ হাজার একরে থাকবে শুধু শিল্পকারখানা। বাকি ৫৯ শতাংশ এলাকার মধ্যে খোলা জায়গা, বনায়ন, বন্দর সুবিধা, আবাসন, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনকেন্দ্র থাকবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

» **বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর নিয়ে দুই পৃষ্ঠার বিশেষ আয়োজন** পৃষ্ঠা ১০ ও ১১
» **বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ** পৃষ্ঠা ১৬

উৎপাদন শুরুর অপেক্ষায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপেক্ষা বাড়ছে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত শেখ হাসিনা সরণি পেরিয়ে গেলেই চোখে পড়বে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর। নতুন নির্মিত পিচঢালাই সড়ক ধরে এখনই সরাসরি শিল্পনগরের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধ পর্যন্ত যাওয়া যায়। শিল্পনগরের বেজা প্রশাসনিক ভবনের অদূরে ১০ একর জায়গায় ২৮ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে দেড় বছর আগে নির্মাণকাজ শেষ হয় চীনের জুজু জিনইয়ান কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কারখানার। করোনা মহামারি শুরুর পর উদ্যোক্তারা চীনে ফেরত যান। এরপর আর ফিরে আসেননি। কারখানাটি এখন পাহারা দিচ্ছেন নিরাপত্তাকর্মীরা।

এই কারখানার অদূরে ইস্পাত পাত প্রক্রিয়াকরণের 'নিপ্পন অ্যান্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' কারখানার কাজ শেষ হয়েছে প্রায় পাঁচ মাস আগে। জাপানের নিপ্পন স্টিল ট্রেডিংয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কারখানা গড়ে তুলেছে বাংলাদেশের ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ। যৌথ উদ্যোগ ছাড়াও ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং প্রোডাক্টস লিমিটেডের আরেকটি কারখানার কাজ শেষ পর্যায়ে। প্রায় ১০০ একর জমিতে ছয় কোটি ডলার ব্যয়ে এখানে এই দুটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড স্টিল বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রোববার মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বছর এপ্রিল-মে মাসে যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত কারখানার উৎপাদন শুরুর কথা ছিল। করোনার কারণে বিদেশিরা আসতে না পারায় উৎপাদন শুরু করতে দেরি হচ্ছে। তবে এ বছর শেষে ম্যাকডোনাল্ড স্টিলের উৎপাদন শুরুর লক্ষ্য আছে। পুরোদমে চালু হবে আগামী বছর।

বেজা প্রশাসনিক ভবনের কিছুটা সামনে পুরোদমে কাজ চলছে ভারতীয় কোম্পানি এশিয়ান পেইন্টসের। কাঁচামাল ও রং উৎপাদনের এই কারখানার উৎপাদন শুরুর কথা ছিল গত জুনে। করোনার কারণে এই কারখানাটিরও উৎপাদন পিছিয়ে গেছে। সেখানে ঘুরে দেখা যায়, ২০ একর জায়গায় এই কারখানার কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এখন শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। ১৫০ কেভি বিদ্যুৎকেন্দ্র পাওয়ারজেনসহ পাঁচটি কারখানার এ বছর উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটা হয়নি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ কমে যাওয়ায় এখন অন্য কারখানাগুলোর কাজ জোরেশোরে চলছে। প্রায় ২০ একর জায়গায় ১৫ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগে গড়ে তোলা হচ্ছে মডার্ন সিনটেক্স লিমিটেডের কারখানা। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৫০ শতাংশ পূর্ত কাজ শেষ হয়েছে। আরও কয়েকটি কারখানা নির্মাণের কাজ এখন দৃশ্যমান। শিল্পনগর ঘুরে দেখা যায়, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল ও এসবিজি অর্থনৈতিক অঞ্চলে এখনো কোনো কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। শুধু মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়েছে।

বিনিয়োগ বাড়ছে, অপেক্ষায় উদ্যোক্তারা

দেশের অন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের চেয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিনিয়োগ আসছে বেশি। এ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ২৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। এর ৭১ শতাংশ বা ২০ বিলিয়ন ডলার এসেছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে। অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ জানায়, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে এ পর্যন্ত ১২২টি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ হাজার একরের জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষায় আছে ৩১টি প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে প্রায় ছয় হাজার একর জমিতে বিনিয়োগ আসছে।

মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় ৩৪ হাজার একর জমির মধ্যে ইতিমধ্যে বেজার হাতে ২১ হাজার একর জমি রয়েছে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ হবে বলে বেজা জানিয়েছে। বিনিয়োগ এলেও উদ্যোক্তারা এখন লজিস্টিকস সুবিধার অপেক্ষায় আছেন। শিল্পকারখানার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও যোগাযোগব্যবস্থা। বেজা গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করছে। নির্মাণাধীন শিল্পকারখানার আশপাশে রাস্তাঘাট নির্মাণ হয়েছে। তবে পানির সংস্থান এখনো হয়নি।

শিল্পনগরে প্রতিদিন ১১২ কোটি লিটার পানির প্রয়োজন হবে। শুরুতে কারখানার সংখ্যা কম থাকায় অবশ্য পানির চাহিদা কম থাকবে। পানির চাহিদা পূরণে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলো চালু হতে সময় লাগবে। এর আগে গভীর নলকূপ দিয়ে পানি উত্তোলন করে ব্যবহার করতে হবে।

৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন

২০৩০ সাল নাগাদ ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে চায় সরকার। এই ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে বাড়তি ৪০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি প্রত্যাশা করছে সরকার। এর আওতায় বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর গড়ে তোলা হচ্ছে।

শুরুতে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে এর উদ্বোধন হয় ২০১৬ সালে। সেখানে জমি বরাদ্দের জন্য ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে আবেদন নেওয়া শুরু করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে এখন শিল্পনগর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এ জন্য ২০১৮ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে শিল্পনগরের নাম দেওয়া হয়। শিল্পনগরে শিল্পকারখানার পাশাপাশি আবাসন, বিনোদন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ সব ধরনের সুবিধা থাকবে।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরসহ এখন পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কাজ চলছে ২৮টির। সবচেয়ে বড় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের আয়তন হবে ৩৩ হাজার ৮০৫ একর, যা মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল ছাড়া বাস্তবায়নাধীন ২৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের আয়তনের চেয়ে বেশি।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫০ বছর মেয়াদে বেজা অনুন্নত ও উন্নত জমি ইজারা দিচ্ছে। আর শিল্পকারখানার জন্য সব সুবিধা করে দিচ্ছে বেজা। সাগরের পানি থেকে শিল্পনগরকে রক্ষার জন্য ২৩ কিলোমিটার উঁচু বাঁধ বা সুপার ডাইক নির্মাণ করে দিচ্ছে বেজা।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে উন্নয়নকাজের গতি আরও বাড়াতে হবে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও বন্দর সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এসব সুবিধা পুরোপুরি না থাকলে কারখানা চালু রাখা যাবে না। এখন যেহেতু করোনার প্রকোপ কমেছে, তাই এসব কাজ দ্রুত শেষ করা উচিত।